দৈনিক ইনকিলাব

18 MAR 1992
তারিখ ... 13 MAR 1992
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

18

শিক্ষাঙ্গনে

পিএইচডি ডিগ্রীধারী ও সহকারী অধ্যাপক

সরকার সরকারী কলেজসমূহে অচিরেই দু' থেকে আড়াই হাজার প্রভাষক নিয়োগ করতে যাচ্ছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন যা একটি গণতান্ত্রিক সরকারের শুভ দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচায়ক।

কারণ স্বৈরাচারী আমল থেকে দীর্ঘদিন যাবত দেশের সরকারী কলেজসমূহে শিক্ষকের অপ্রতুলতার কারণে পড়াশুনার দারুণ ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়ে আসছে। গণতান্ত্রিক সরকার এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন জেনে সে সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে সরকারের কাছে আবেদন, অনেক উচ্চশিক্ষিত পিএইচডি ডিগ্রীধারী ব্যক্তিবর্গ বয়সের কারণে সরকারী চাকুরীতে যোগদানের সুযোগ হতে বঞ্চিত। অথচ তাদেরকে সুযোগ দিলে তাঁরা তাঁদের অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, দেশের অনকেগুলো সরকারী কলেজকে "বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ" হিসাবে সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকার আরও কিছু সরকারী কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অনার্স কোর্স চালু আছে অথচ উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে সে সমস্ত কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে না বা সীমিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হলেও উপযুক্ত শিক্ষকের অপ্রতুলতার কারণে কোর্সসমূহ পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে আসছে। এমতাবস্থায় সরকার যদি পিএইচডি ডিগ্রীধারীদেরকে সরাসরি 'সহকারী অধ্যাপক' পদে নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহলে যেমন বহু সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। সেই সাথে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের ফলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসবে। তাই প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও মন্ত্রণালয় তথা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে আবেদন বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারী কলেজসমূহে প্রভাষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির সাথে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদেরকে সহকারী অধ্যাপক পদে সরাসরি নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণে (মৌখিক পরীক্ষা কিম্বা লিখিত বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে) করুন। সে সাথে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের বয়সসীমা ৩৫ বছর থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিল করার জন্যও আবেদন জানাচ্ছি।

—ডঃ শামসী খান,

মহিলা স্কুল/কলেজ সরকারীকরণ প্রসঙ্গে

মীরপুর উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে এবং সম্পূর্ণ সরকারী অনুদানে জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে ১০নং গোল চক্করের সন্নিকটে দেয়াল ঘেরা মনোরম পরিবেশে ২.৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইন্সটিটিউট। এখানে বর্তমানে স্কুল ও ডিগ্রী কলেজ পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে। এই প্রতিষ্ঠানে স্কুল ও কলেজ একই জায়গায় হওয়ায় একই অধ্যক্ষা ও কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হওয়ায় কিছু পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই এলাকায় এটাই একমাত্র মেয়েদের একক প্রতিষ্ঠান।

মেয়েদের সুষ্ঠু লেখাপড়ার স্বার্থে ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য পরতিষ্ঠানটির স্কুল ও কলেজ শাখা পৃথকীকরণ একান্ত প্রয়োজন। সেই সাথে প্রতিষ্ঠানের উভয় শাখাকে সরকারীকরণও এলাকাবাসীর অনেক দিনের দাবী। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি এই আশ্বাসও দিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রীর আশ্বাসের প্রতিফলন এলাকাবাসী সত্বর কাজে রূপান্তরিত হয়েছে এইটুকু দেখতে চায়।

—জেড, এ, মজুমদার